ধন্বন্তরী ও মনসা

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে, একবার ধন্বন্তরী তাঁর শিষ্যযুক্ত হয়ে কলৌশে যাত্রা করছিলেন। পথে তক্ষক নামে এক নাগ বিষ নিক্ষেপ করে হিসহিস্ করতে লাগল। এক শিষ্য তক্ষকের মস্তকের হীরেটি ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে মারল। এই ঘটনাগুলি জানতে পেরে, শক্তিশালী সর্প-রাজ বাসুকি দ্রোণে, পুণ্ডরকি ও ধনঞ্জয়ের নেতৃত্বে হাজার হাজার সর্পকে শিষ্যদলের বিরুদ্ধে জড়ো করেন। বিষ নিরোগকারী এই সমস্ত সর্পগণ একত্রে ধন্বন্তরীর শিষ্যদের অজ্ঞান করে দেয়। অবিলম্বে, ধন্বন্তরী "বনস্পতি" থেকে একটি ওষুধ তৈরি করেন। তার ফলে তার শিষ্যরা সুস্থ হয়ে ওঠে ও সাপগুলিকে একে একে অজ্ঞান করে দেয়।

যখন বাসুকি বুঝতে পারলেন কি ঘটছে, তিনি ধন্বন্তরীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য শিবে সর্প দেবী মনসাকে প্ররোচনা করেন। মনসা ধন্বন্তরীর শিষ্যদের অজ্ঞান করে দেন। কিন্তু যেহেতু ধন্বন্তরি "বিশ্ববিদ্যা" শিল্পে পারদর্শী ছিলেন, তাই তিনি শীঘ্রই তার শিষ্যদের চেতনা ফিরিয়ে আনেন।

মনসা যখন ধন্বন্তরী বা তাঁর শিষ্যদের পরাজিত করা অসম্ভব বলে মনে করলেন তখন তিনি শিবের দেওয়া ত্রিশূল ধারণ করে তা ধন্বন্তরীর প্রতিনিক্ষেপে করতে উদ্যত হলেন। তা দেখে শিব ও ব্রহ্মা তাদের সামনে আবির্ভূত হয়ে শান্তি স্থাপন করে তাদের সকলকে স্ব-স্ব স্থানে পাঠিয়ে দিলেন।

Published on: Oct, 16 2025 12:11